দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 25 JUN 1995
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

৩১

চাকসু টিকে আছে কোন্ যুক্তিতে?

প্রত্যয় জসীম

চাকসুর মেয়াদ চার বছর আগেই শেষ হয়ে গেছে। অথচ চাকসু আজও টিকে আছে। কিন্তু কোন্ আইনে, কি যুক্তিতে চাকসু টিকে আছে? ১৯৯০ সালের ফেব্রুয়ারিতে সর্বশেষ চাকসু নির্বাচন হয়েছিল। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে চাকসুর মেয়াদ পাঁচ বছর পূর্ণ হয়ে গেছে। অথচ গঠনতন্ত্র অনুযায়ী চাকসুর মেয়াদ এক বছর। চাকসু প্রতিনিধিরাও এক বছরের জন্য নির্বাচিত হন। চাকসুকে দেশের থার্ড পার্লামেন্ট বলা হয়। ডাকসুকে বলা হয় সেকেন্ড পার্লামেন্ট। বলার যৌক্তিক কারণও আছে। আমাদের দেশে ছাত্ররাই সকল আন্দোলন সংগ্রামের অগ্রসর অংশ। সঙ্গতকারণেই বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ সকল আন্দোলন সংগ্রামের নৈতিক ও কৌশলগত রাজনীতির মূল নেতৃত্ব দিয়ে থাকে। সময়ের বিপন্ন স্রোতে ছাত্ররাই আশার আলোকবর্তিকা নিয়ে অগ্রসর হতো। অথচ দুর্ভাগ্যজনক সত্য 'চাকসু' তথা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ আজ মৃত। বিশ্ববিদ্যালয় দেশের মানুষের করের টাকায় চলে। এটা একটা জাতীয় প্রতিষ্ঠান। বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি আইন না থাকে, যুক্তি না থাকে, মুক্ত মনন চর্চার, নেতৃত্ব বিকাশের সুযোগ রুদ্ধ করে রাখা হয়, তাহলে জবাবদিহিতা কোথায় হবে।

'৯০-এর চাকসু নির্বাচন হয়েছিল আট বছর পর। তখন ছিল সামরিক স্বৈরশাসন। বর্তমানে নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায়। কিন্তু তবু চাকসু নির্বাচন হচ্ছে না। গণতন্ত্র অসাম্প্রদায়িক চেতনা মুক্তবুদ্ধি ও জ্ঞানচর্চার সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে যদি বহাল থাকে অগণতান্ত্রিক অবস্থা, তাহলে আমরা অচিরেই অন্ধত্বের অন্ধকারে নিমজ্জিত হব এতে সন্দেহ নেই।

চাকসু নির্বাচনে যাঁরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন এবং যাঁরা নির্বাচিত হয়েছিলেন তাঁদের অধিকাংশই অনার্স ফাইনাল ও মাস্টার্স-এর ছাত্র। চাকসুর হল সংসদের নেতারাও অনেকেই অনেক আগেই শিক্ষা জীবন শেষ করেছেন। চাকসুর ২৭ জন প্রতিনিধির ২৫ জনই বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা জীবন শেষ করেছেন। চাকসুর এজিএস মাহবুবুর রহমান শামিম বর্তমানে মাস্টার ডিগ্রী শেষ বর্ষের ছাত্র। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের বর্তমান সভাপতির দায়িত্বে আছেন। তিনি প্রায়ই ক্যাম্পাসে আসেন। চাকসুতে বসেন।

চাকসুর অন্যতম সদস্য মোহাম্মদ কালিম। তিনি বর্তমানে ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার একটি কমিটির সভাপতির দায়িত্বে আছেন। তিনি এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। এই দু'জন ছাড়া চাকসু প্রতিনিধি কেউ বর্তমানে ক্যাম্পাসে আসেন না এবং তাঁরা ছাত্রও নন। চাকসু ভিপি মোঃ নাজিম উদ্দীন ছাত্রলীগ থেকে নির্বাচিত হলেও পরে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলে যোগ দেন।

পরবর্তীকালে ছাত্রদল থেকে তাঁকে বহিষ্কার করা হয়। তিনি বহুদিন ক্যাম্পাসে আসেন না। তাঁর রুমে ছাত্রলীগ তালা মেরে দিয়েছে দালালীর অভিযোগে। তিনি বিয়ে করেছেন বহু আগে। বর্তমানে ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। এক সময় হোটেল ব্যবসা করতেন। বর্তমানে তা বন্ধ রেখেছেন। অর্থাৎ তিনি পুরোপুরি ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে ব্যস্ত আছেন। তবু কথা থাকে তিনি চাকসু ভিপি। চাকসুর মেয়াদ চার বছর আগে শেষ হলেই বা কি! ক্যাম্পাসে চাকসুর কোন কার্যকর ভূমিকা নেই। হলে হলে নেই কোন সাংস্কৃতিক কার্যক্রম। নেই বিতর্ক প্রতিযোগিতা, খেলাধুলা। এসব যে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে হয়, তা বর্তমান শিক্ষার্থীরা ভুলেই গেছে।

চাকসুর অন্যতম প্রতিনিধি জিএস আজিম উদ্দিন আহমেদ। তিনি মাঝে মাঝে ক্যাম্পাসে বেড়াতে আসেন। সম্প্রতি তিনি বিয়ে করেছেন। টুকটাক ব্যবসা-বাণিজ্যও করছেন। তাঁর ছাত্রত্ব নেই বর্তমানে। অনেক আগেই পাস করেছেন। বর্তমানে তিনি রাজনীতির সাথেও নাকি সম্পৃক্ত নন। সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের কমরেড আজিম উদ্দিন চাকসুর জিএস ছিলেন, এখনও আছেন, যেহেতু চাকসু বাতিল হয়নি এখনও। এ হচ্ছে অবস্থা। চাকসুর ক্রীড়া সম্পাদক মোঃ ফেরদাউস বশির অনেক আগেই পাস করে চলে গেছেন।

সাহিত্য সম্পাদক কাজী নজরুল ইসলাম (নিউটন) পাস করেছেন অনেক আগেই। মাঝে মাঝে তাঁকে টিভিতে দেখা যায়। তিনি ভাল জারিগান গাইতে পারেন।

আপ্যায়ন সম্পাদক মোঃ মামুনুর রশীদ পাস করেছেন দু'বছর আগে। ক্যাম্পাসে কেউ বর্তমানে এঁদের অনেককেই চেনেও না। মিলনায়তন সম্পাদক মইনুল আহসান মুন্না গত বছর পাস করেছেন।

ছাত্রী মিলনায়তন সম্পাদিকা কানিজ সারেমা পাস করে গেছেন। চাকসুর সাথে কোন সম্পর্কই নেই।

চাকসুর বার্ষিকী সম্পাদক সুদীপ্ত দেব। একটি বার্ষিকী বের করেছেন পাঁচ বছরে, তাও সহবার্ষিকী সম্পাদকও নাকি বার্ষিকীর কপি পাননি। বার্ষিকী ছাত্রছাত্রীরা কেউই পায়নি। বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিকদেরকেও কোন কপি দেয়া হয়নি। দায়সারাগোছের এবং অনেক আজে-বাজে অযোগ্য লেখাও নাকি বার্ষিকীতে ছাপা হয়েছে— অভিযোগটা ক্যাম্পাসে একজন সংস্কৃতিকর্মীর।

চাকসু সমাজসেবা সম্পাদক ছালাহ উদ্দিন মোঃ রেজা গত বছর পাস করে গেছেন। ক্যাম্পাসে তিনি আসেন না। চাকসুর সদস্যদের মধ্যে মোঃ কলিম ছাড়া বাকি আটজন বহু আগেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রত্ব হারিয়েছেন। পাস করে সবাই চলে গেছেন।

ক্যাম্পাসে কালেভদ্রেও তাঁদের দেখা যায় না। এভাবে চাকসুর অকার্যকর ভূমিকার কারণে একুশের অনুষ্ঠান হয় না। বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত হয় না। ১৬ ডিসেম্বর, ২৬ মার্চ সবই নীরবে-নিভৃতে কেটে যায়। জাতীয় দিবসসমূহ পালনে চাকসুর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বাস্তব সত্য চাকসুর যাঁরা প্রতিনিধি তাঁরা নামেই আছেন, কাজে নেই। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন ৬ ফেব্রুয়ারির '৯৪ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবর্তনের ভাষণে উপাচার্য আর আই চৌধুরী বলেছিলেন, শীঘ্রই চাকসু নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করবেন। কিন্তু আজও তাঁর ঘোষণা ঘোষণাই রয়ে গেছে। উপাচার্য আর আই চৌধুরী রাষ্ট্রবিজ্ঞানের স্বনামধন্য শিক্ষক। উপাচার্য হিসাবে চাকসু বাতিল করে নতুন চাকসু নির্বাচনের এখতিয়ার তাঁর আছে। যেহেতু চাকসু নির্বাচন করার ক্ষমতাও তাঁর হাতে। কিন্তু উপাচার্য কেন মৃত চাকসুকে বহন করছেন?

বড় বড় সেমিনার সিম্পোজিয়ামে গণতন্ত্রের কথা বলেন তিনি অথচ নিজের ঘরে নিজের হাতে গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ নেই। আমাদের একটাই প্রশ্ন, চাকসু টিকে থাকবে কোন্ আইনে, কোন্ যুক্তিতে? এ লেখা কাগজে প্রকাশের পর পরই চাকসু বাতিল করা হোক। অবশ্যই হোক।